প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস

২০শে জানুয়ারী

১৯৫২

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৫২

১

আজ এই মহাবিদ্যালয় একশত পঁয়ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করল। আমরা যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছি, আমাদের পক্ষে আজ একটি উৎসবের দিন। শুধু আমাদের কথাই বলি কেন, এই মহাবিদ্যালয় বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে; গত একশ চৌত্রিশ বৎসর ধরে ইহা জ্ঞানের আলোক বিকীরণ করে চলেছে; তাই ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে ২০শে জানুয়ারি [illegible]কটি স্মরণীয় দি[illegible]

ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে [illegible]খন ভারতে পা[illegible]াত্ত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় তখন [illegible]মানব রামমোহন [illegible] মহামতি ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি মনীষীদের চেষ্টায় এই মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর, বুদ্ধিনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, আশুতোষ দে, রসময় দত্ত, ফ্রান্সিস্‌ আলভিন ও হোরেস হেম্যান উইল্‌সন। বর্ষে বর্ষে আমরা এই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষদের নাম স্মরণ করে তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই দিন থেকে সুদীর্ঘ একশত চৌত্রিশ বৎসর অতীত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে, বাংলার বহু সুসন্তান এখানে জ্ঞানের আলোক পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, বাংলাদেশে যে কেহ কোথাও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন তিনিই প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন। বাংলার ইতিহাস প্রতিদিন এই বাণীর সত্যতা প্রমাণ করছে।

পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দীপ্ত আলোক বিচ্ছুরিত হয়েছিল এই মহাবিদ্যালয় থেকে, আবার সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দিয়াছে এই মহাবিদ্যালয়ই। বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল এখানকার ছাত্র; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল এই বিদ্যালয়েই। রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র—বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির

অগ্রগতির প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে এই প্রতিষ্ঠান বেড়ে উঠেছে এবং দিকদিগন্তে তার প্রভাব বিস্তার করেছে।

[illegible] ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু বঙ্গভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। পটভূ[illegible]র এই পরিবর্তনে এই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও মর্য্যাদা বেড়ে গেছে। বা[illegible] সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত রাখ্‌বেন এখানকার ছাত্রেরা, তাঁরাই ভারতবর্ষের নূতন দর্শন রচনা করবেন এবং তাঁরাই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের আলোক সংগ্রহ ও প্রাচ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোক বিকীরণ করবেন। পরাধীন ভারতবর্ষে যে বিদ্যালয় বুদ্ধির মুক্তি এনেছিল স্বাধীন ভারতবর্ষে সেই বিদ্যালয় জ্ঞানের মহাতীর্থে পরিণত হবে—প্রেসিডেন্সি কলেজ তার সন্তান সন্ততিদের সম্পর্কে এই দাবী পোষণ করে এবং এই তুলাদণ্ডেই তার ভবিষ্যৎ ইতিহাসের বিচার হবে।

এই আশা ও অ[illegible]ক্ষা নিয়েই [illegible]রা আজ এখানে সমবেত হয়েছি এবং কলেজের বর্ত্তমান [illegible]দস্যরা সবাইকে অ[illegible]ভিবাদন জানাচ্ছে।

এই প্র[illegible] অভিনন্দন জানা[illegible] আমাদের আজকের সভাপতি পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে। তিনি বহুকাল শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। সেই হিসেবে যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁর নিয়োগে আনন্দিত হবে। আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা এই যে তিনি ১৮৯৭-১৮৯৮ খৃঃ এই কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং এখান থেকেই তিনি এম্‌-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হ'ন। প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষে একটা বিশেষ শ্লাঘা ও মর্য্যাদার কথা এই যে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল উভয়েই এখানকার ছাত্র।

২

গত এক বছর ধরে প্রেসিডেন্সি কলেজ তার আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হয়েছে এবং আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করেছে। এ'বছর কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১,১৯৬; তন্মধ্যে কলাবিভাগে আছে ৩৮২ এবং বিজ্ঞানবিভাগে আছে ৮১৪। আই-এ ও বি-এ শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১০০ ও ১৯৯; আই-এস্‌-সি ও বি-এস্‌-সি শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ৩৬২ ও ৩২৮। এই কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এম্‌-এ ও এম্‌-এস্‌-সি পাঠার্থী সংখ্যা হ'ল ২০৭। বি-এ, বি-এস্‌-সি ও এম্‌-এ, এম্‌-এস্‌ সিতে ছাত্রী সংখ্যা হবে প্রায় একশত।

বসু প্রধান অধ্যাপকের পদে বৃত হয়েছেন এবং শ্রীগুরুদাস ভড় সিনিয়র সা[illegible]নীত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেনের জায়গায় এসেছেন [illegible]কি[illegible] থেকে শ্রীকামিনীকুমার দে।

[illegible]খ্যাবিজ্ঞান বিভাগ অল্পদিন যাবত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এখানে ছাত্রের ভিড় খুব বেশী। এ'বছর অনার্সে একজন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে এবং সাতজন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই বিভাগের ছাত্রেরা এবার পুণা ইক্ষু-গবেষণাগার, শ্রীনিকেতন প্রভৃতি পরিক্রমায় বেরিয়েছিল। প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংখ্যাবিজ্ঞান সম্মিলনীতে যোগদান করেছিলেন এবং বিজ্ঞান কংগ্রেসের সংখ্যাবিজ্ঞান শাখার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর সহক[illegible]খ্যাবিজ্ঞান সম্পর্কে বিবিধ গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

ভূগোল বিভাগ [illegible]লেজের নবতম [illegible]ভাগ। এ'বছর থেকে এই বিষয়ে অনার্সের ছাত্রছাত্রী[illegible] পরীক্ষা দিবে। গ[illegible]ছর থেকে এই বিভাগে শুধু বিজ্ঞানের ছাত্রদিগকেই অন[illegible] পড়তে দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য বি-এ শ্রেণীর ছাত্রদের প্রতি একটু অবিচার হয় বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু বহু বিষয়ে অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করতে হলে নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা খানিকটা ক্ষুণ্ণ হবেই। এই বিভাগের সেমিনারের জন্য একটি নিজস্ব লাইব্রেরির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেখানে ভাল বই ও নানাদেশের মানচিত্র সংগৃহীত হয়েছে। এ'বছর অনেকগুলি আলোচনা সভার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদটি সিনিয়র সার্ভিসে উন্নীত করা হয়েছে এবং অস্থায়ী অধ্যাপক-প্রধান শ্রীনিশীথরঞ্জন কর পাকাপাকিভাবে এই পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তার ফলে শ্রীঅমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়েরও পদোন্নতি হয়েছে এবং তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীপ্রমথনাথ হোড়। গত কয়েক বৎসর ধরে সরকারের অর্থসাহায্যে শ্রীনিশীথরঞ্জন করের নেতৃত্বে পূর্ব্ব-হিমালয়ের বিবর্তন সম্বন্ধীয় গবেষণা চলছে এবং শীঘ্রই এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হবে।

০

৫

পদার্থবিদ্যা বিভাগে এবার কুড়িজন ছাত্রছাত্রী অনার্স পেয়েছে; তন্মধ্যে চারজন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

হলেও শুনে আনন্দিত হয়েছি যে তিনি লেক্‌চারার থেকে প্রফেসরের পদে উন্নী[illegible]য়েছেন। বাংলাবিভাগ থেকে এবার পাঁচজন ছাত্র অনার্স পরীক্ষা [illegible]তারা সবাই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমাদের একজন ছাত্র[illegible] এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে। পাঠগোষ্ঠিতে সভা-স[illegible]র আয়োজন করা হয়েছিল এবং মাঝে মাঝে প্রথিতযশাঃ সাহিত্যিকরা সেখানে বক্তৃতা করেছেন। স্থানাভাবের জন্যে এই বিভাগের কাজ বাধা পাচ্ছে। অনার্স ছাত্রদের সেমিনারের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারেরও প্রয়োজন।

সংস্কৃতের অধ্যাপনাব্যবস্থা সংস্কৃত কলেজে স্থানান্তরিত হয়েছে। আরবী ও উর্দ্দু পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেণ্ট্রাল কলেজে. এখানে শুধু ফার্সি পড়াবার বন্দোবস্ত আছে।

দর্শন বিভাগে আট জন অ[illegible]য়েছে; তন্মধ্যে একজন ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে[illegible]ন বিভাগ থে[illegible]ক্টর সরোজকুমার দাশ অবসর গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যাল[illegible]র ক[illegible]জ ফিরে গেছে[illegible] ডক্টর দাশ এই কলেজের একজন কৃতী ছাত্র; দর্শনের [illegible]পনা ও গবেষণার[illegible]ও তিনি যশস্বী হয়েছেন। এখানে অধ্যাপনাকালে তিনি কলেজের সকল অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর বিদায় গ্রহণে শুধু দর্শনবিভাগ নয় সমগ্র কলেজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর জায়গায় প্রধান অধ্যাপক হয়েছেন শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের উন্নয়নে যে পদটি খালি হ'ল সেখানে প্রথমে এসেছিলেন শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য্য; তিনি কিছুদিন যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করার পর স্থায়ী পদ পেয়ে কৃষ্ণনগর কলেজে বদ্‌লি হয়েছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজ থেকে শ্রীনিখিলচন্দ্র সেন।

ইতিহাসবিভাগ থেকে ডক্টর চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত সংস্কৃত কলেজে বদ্‌লি হয়েছেন—প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে। তবে ডক্টর দাশগুপ্ত এই কলেজের মায়া সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেননি। তিনি এখনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এখানকার অনার্সের ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। তাঁর এই দাক্ষিণ্যের জন্য ইতিহাসবিভাগ কৃতজ্ঞ। তাঁর জায়গায় এসেছেন শ্রীচন্দ্রিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বরাবরের মত এবারও অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ইতিহাসবিভাগ তার ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। ইতিহাস সেমিনারে ছয়টি আলোচনাসভার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং সেই উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল।

অর্থনীতিবিভাগের ফলও এবার খুব ভাল হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দুইজন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পাশ করেছে তারা উভয়েই এখা[redacted]ছাত্র এবং দ্বিতীয় শ্রেণীরও প্রথম কয়েকটি স্থান এখানকার ছাত্রেরাই অধি[redacted]রেছে। ছাত্রছাত্রীদের পাঠগোষ্ঠিতে আলাপ-আলোচনা বিতর্ক প্রভৃতির সুব্য[redacted]করা হয়েছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হয়েছিল—মকপার্লামেণ্ট বা নকল বিধানসভার এবং এখানেও সভাপতিত্ব করেছিলেন আসল পরিষদের স্পীকার মাননীয় শ্রীঈশ্বরদাস জালান।

তরুণ অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন রায়ের মৃত্যুতে এই বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধ্যাপক রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ও কৃতী অধ্যাপক ছিলেন; এখানে প্রায় এক বছর তিনি ছিলেন [redacted]ই অল্প সময়ের মধ্যেই অধ্যাপনা ও চরিত্রবলে তিনি ছাত্রসমাজের [redacted] শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীধী[redacted] ভট্টাচার্য্য—সেণ্ট্রাল কলেজ থেকে। এ বিভাগের অধ্যাপ[redacted]রবীন্দ্রনাথ চট্টোপ[redacted]য় ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে ভারতসরকারের অর্থবিভাগে চাকুরি নিয়ে গেছে[redacted] আধুনিককালে যে সমস্ত ছাত্র ও অধ্যাপক অর্থনীতির পঠন-পাঠন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর উন্নতিতে আমরা সবাই আনন্দিত, কিন্তু এরূপ একজন প্রতিভাবান্ অর্থনীতিবিদ্ যে অন্যত্র চলে গেলেন তা'তে কলেজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো।

৪

গণিত বিভাগও কলেজের সুনাম রক্ষা করেছে। চারজন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পাশ করেছে এবং অনার্সের সকল বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে এই বিভাগেরই একজন ছাত্র। এই বিভাগেও সেমিনারে আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি আলোচনা-সভায় প্রথিতযশাঃ বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বক্তৃতা করেছিলেন।

গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর বিভূতিভূষণ সেন হুগলী মহসীন কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে বদ্‌লী হয়েছেন। তিনি শিক্ষা বিভাগের যশস্বী অধ্যাপক ও গবেষক; তিনি এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর অভ্যাগমে হুগলী মহসীন কলেজ লাভবান্ হয়েছে, কিন্তু এই কলেজ তাঁর অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর জায়গায় ডক্টর সনৎকুমার

বসু প্রধান অধ্যাপকের পদে বৃত হয়েছেন এবং শ্রীগুরুদাস ভড় সিনিয়র সা[illegible]নীত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেনের জায়গায় এসেছেন [illegible]াকি[illegible] থেকে শ্রীকামিনীকুমার দে।

[illegible]খ্যাবিজ্ঞান বিভাগ অল্পদিন যাবত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এখানে
১ ছাত্রের ভিড় খুব বেশী। এ'বছর অনার্সে একজন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে এবং সাতজন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই বিভাগের ছাত্রেরা এবার পুণা ইক্ষু-গবেষণাগার, শ্রীনিকেতন প্রভৃতি পরিক্রমায় বেরিয়েছিল। প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংখ্যাবিজ্ঞান সম্মিলনীতে যোগদান করেছিলেন এবং বিজ্ঞান কংগ্রেসের সংখ্যাবিজ্ঞান শাখার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর সহক[illegible]খ্যাবিজ্ঞান সম্পর্কে বিবিধ গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

ভূগোল বিভাগ [illegible]লেজের নবতম [illegible]ভাগ। এ'বছর থেকে এই বিষয়ে অনার্সের ছাত্রছা[illegible] পরীক্ষা দিবে। গ[illegible]ছর থেকে এই বিভাগে শুধু বিজ্ঞানের ছাত্রদিগকেই অনা[illegible] পড়তে দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য বি-এ শ্রেণীর ছাত্রদের প্রতি একটু অবিচার হয় বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু বহু বিষয়ে অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করতে হলে নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা খানিকটা ক্ষুণ্ণ হবেই। এই বিভাগের সেমিনারের জন্য একটি নিজস্ব লাইব্রেরির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেখানে ভাল বই ও নানাদেশের মানচিত্র সংগৃহীত হয়েছে। এ'বছর অনেকগুলি আলোচনা সভার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদটি সিনিয়র সার্ভিসে উন্নীত করা হয়েছে এবং অস্থায়ী অধ্যাপক-প্রধান শ্রীনিশীথরঞ্জন কর পাকাপাকিভাবে এই পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তার ফলে শ্রীঅমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়েরও পদোন্নতি হয়েছে এবং তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীপ্রমথনাথ হোড়। গত কয়েক বৎসর ধরে সরকারের অর্থসাহায্যে শ্রীনিশীথরঞ্জন করের নেতৃত্বে পূর্ব্ব-হিমালয়ের বিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় গবেষণা চল্‌ছে এবং শীঘ্রই এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হবে।

০

৫

পদার্থবিদ্যা বিভাগে এবার কুড়িজন ছাত্রছাত্রী অনার্স পেয়েছে; তন্মধ্যে চারজন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এ'বছর সরকার থেকে ষোল হাজার টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ হওয়ায় এই বিভাগের জন্য অনেক নূতন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কেনা সম্ভব হয়েছে এবং Nuclear Physics ও Advanced Acoustics শাস্ত্রের ব্যবহারিক শিক্ষার [redacted] হয়েছে ; এম্-এস্-সি পাঠার্থীরা এখানকার ল্যাবরেটরিতে কাজ কর[redacted]বে Nuclear Physics-র জন্য নতুন ল্যাবরেটরি-ঘরের জন্য সরকারি আদে[redacted] গেছে। সুতরাং আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এই বিভাগের কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ততর হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ডক্টর কুলেশচন্দ্র করের তত্ত্বাবধানে যুগ্ম-প্রিজ্‌মের জন্য একটি আলোক-বেঞ্চ নির্ম্মিত হয়েছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা যাত্রা করেছেন ; শ্রীসুশীলকুমার সরকার তার জায়গায় [redacted] হয়েছেন এবং আর একজন লেক্‌চারার নিযুক্ত হয়েছেন—শ্রীসনৎক[redacted]াপাধ্যায়।

এই বিভাগে অধিকাংশ [redacted]াপক গবেষণাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ডক্টর শ্রীকুলেশচন্দ্র করের তত্ত্বাবধা[redacted] দুইজন, ডক্ট[redacted]াজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে তিনজন এবং ডক্টর পরেশবি[redacted]ার সেন চৌধুরীর [redacted]াবধানে তিনজন গবেষক কাজ কর্‌ছেন। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এক্স-রে ও ডক্টর ভগবতীচরণ গুহ ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ সম্পর্কে গবেষণা কর্‌ছেন। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সেনের বিষয় হচ্ছে বেহালার তন্ত্রীর কম্পন আর শ্রীসরোজবন্ধু সান্যালের বিষয় হচ্ছে রমণের আবিষ্কার। এ বিভাগের উদ্যোগে Rossi Second and Third Maxima বিষয়ে একটি গবষণামূলক আলোচনা সভার ব্যবস্থা হয়েছিল ; তা'তে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং বসুবিজ্ঞান মন্দির ও বিজ্ঞান কলেজ থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন।

রসায়ন বিভাগের কাজ স্থানাভাব ও সরকারি বরাদ্দের স্বল্পতার জন্য ব্যাহত হচ্ছে। তবে পরীক্ষার ফল ভালই হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবার তিনজন ছাত্র অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং সেই তিনজনই এই কলেজের ছাত্র!

কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তিধারী একজন ছাত্র ডক্টর প্রতুলচন্দ্র রক্ষিতের তত্ত্বাবধানে গবেষণাকার্য্যে ব্যাপৃত আছে। ডক্টর নির্ম্মলকুমার সেনের তত্ত্বাবধানে জনৈক গবেষক ডি-ফিল্ উপাধির জন্য নিবন্ধ দাখিল করেছেন। ডক্টর সেন, ডক্টর রক্ষিত ও ডক্টর নির্ম্মলেন্দুনাথ রায় স্ব স্ব গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। আরও বেশী জায়গা ও আরও বেশী অর্থসাহায্য না পেলে এই বিভাগের কাজ আশানুরূপভাবে অগ্রসর হতে পারবে না।

রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার সিদ্ধান্ত হিজলীতে Indian Institute of Technologyতে কাজ পেয়ে চলে গেছেন। প্রেসিডেন্সি ক[illegible]অধ্যাপক হিসেবে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। এখান[illegible]ছাত্র ও সহকর্ম্মীরা তাঁর অভাব খুবই অনুভব কর্চ্ছেন। শ্রীদয়ানন্দ ভা[illegible]র জায়গায় প্রফেসর নিযুক্ত হয়েছেন।

শারীরতত্ত্ব বিভাগের কাজও স্থানাভাব এবং উপযুক্ত আর্থিক বরাদ্দের অভাবে খানিকটা বাধা পেয়েছে। এই বিভাগ থেকে তিনটি ছাত্র প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। এম্-এস্-সি শ্রেণীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়ন করছে। এই শ্রেণীতে মোট ছাত্র সংখ্যা সতের।

এই বিভাগের ২৭ জন ছ[illegible]দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শন করে এসেছে[illegible] যথোপযুক্ত[illegible]কারি সাহায্য না পেলে এই জাতীয় পরিক্রমা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। স্থানাভা[illegible] ও অর্থাভাবের জন্য যথেষ্ট যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্ভব[illegible]না এবং ল্যাবরেটরী[illegible] সম্প্রসারণ হচ্ছেনা।

প্রাণি-তত্ত্ব শাখার অধ্যাপক শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায় এখান থেকে কৃষ্ণনগর বদ্‌লি হয়েছেন। তাঁর মত একনিষ্ঠ ও সুযোগ্য অধ্যাপকের কথা এই বিভাগ প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। তাঁর জায়গায় এসেছেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রুদ্র। এই বিভাগে নূতন একজন লেক্‌চারার পদের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই পদে যোগ দিয়েছেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসে শারীর-তত্ত্ব বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি American Association for the Advancement of Science এবং National Institute of Science in India'র সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগের ফলও খুব সন্তোষজনক হয়েছে। চৌদ্দ জন ছাত্রছাত্রী অনার্স নিয়ে পাশ করেছে; তন্মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে। ছাত্রদিগের বিস্তৃত পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়েছিল; কল্‌কাতা ও বাইরের অনেক জায়গা তারা পরিদর্শন করে এসেছে। প্রত্যেক শুক্রবার একটি আলোচনাসভার বন্দোবস্ত করা হয়। এ ছাড়া Botanical Society ও Cytology Clubর সহযোগিতায় কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ডক্টর যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত অধ্যক্ষপদে উন্নীত হওয়ায় ডক্টর হীরালাল

চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক-প্রধান হয়েছেন। লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজ থেকে ডক্টর নীরদকুমার ও বেথুন কলেজ থেকে শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য বদলি হয়ে এসেছেন। সুযোগ্য অধ্যাপক ডক্টর সতীনাথ ভাদুড়ি দার্জি[illegible] বদলি হওয়ায় কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভূবিদ্যা বিভাগ থেকে পঁচিশজন ছাত্র পরীক্ষা দেয়; ১৬ [illegible]নার্স নিয়ে পাশ করেছে। এই বিভাগের ছাত্রদের ধানবাদ, চাঁইবাশা, কোদারমা, রাজমহল প্রভৃতি স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

এই বিভাগে ডক্টর অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅজিতকুমার সাহা নিযুক্ত হয়েছেন এবং ভাণ্ডাররক্ষক শ্রীসুবোধকুমার দাসের জায়গায় নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীমনোরঞ্জন মিত্র। এই বি[illegible] অধ্যাপকগণ ও তাঁদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রেরা নানাবিষয়ক গবেষণায় ব্যা[illegible]ন।

৬

কলেজের ছাত্রসংসদ নানা [illegible]নুষ্ঠানের বন্দোব[illegible]করেছে। বিতর্ক-পরিষদ্ কলেজে নানা বিষয়ে বিতর্কের আয়োজন করেছে এবং আমাদের ছেলেরা বাইরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়ে পদক লাভ করেছে। একটি প্রদর্শনী বিতর্ক সভায় কলেজের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রও যোগদান করেছিলেন। প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রেরা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল।

রবীন্দ্রপরিষদ থেকে বসন্ত-উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। কলেজের ছাত্রীরাও একদিন বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। কমনরুম থেকে বার্ষিক স্টীমার পার্টির বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এছাড়াও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমাজসেবা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে কুষ্ঠ-বিরোধী সপ্তাহ পালন ও যক্ষ্মা হাঁসপাতাল নির্ম্মাণের সাহায্যার্থে বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

কলেজের প্রকাশনা বিভাগ যথেষ্ট কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়েছে। গত কয়েক বছর যাবত কলেজের ম্যাগাজিন একখানা করে প্রকাশ করা হতো; এবার দু'খানা বের করবার চেষ্টা চল্ছে। এ ছাড়া নিয়মিত ভাবে দেয়াল-পত্র ছাপা হচ্ছে এবং 'প্রকাশনী' নাম দিয়ে আর একটি ছোট সাময়িকপত্র প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

পূর্ব্বে ক্রীড়াকুশল ছেলেদের পক্ষে এ'কলেজে ভর্ত্তি হওয়া সহজ ছিল। এখন সমস্ত রকম বিশেষ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে শুধু গুণানুসারেই ছাত্র ভর্ত্তি করা [illegible] তাই খেলাধূলার ক্ষেত্রে চমকপ্রদ কিছু করা সম্ভব হয়নি। তবে [illegible]াপ্র[illegible]খেলার বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং পাঠার্থীরা উৎসাহের সহিত যোগ[illegible]য়েছে। কলেজের নানা শ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক খেলার আয়োজন করা হয়েছে; ফুটবল, হকি প্রভৃতিতে যে সকল প্রাদেশিক প্রতিযোগিতা আছে কলেজের দল তা'তে অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এ' বছর অনেকগুলি প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল; ছাত্রদের উৎসাহে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরাও মাঠে নেমেছিলেন। প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের মধ্যে টেনিস্ ও [illegible] খেলা খুব উপভোগ্য হয়েছিল। কলেজের ব্যায়ামাগারে ছাত্রদের ব্য[illegible]বস্থা আছে এবং এই বিভাগের বার্ষিক অনুষ্ঠান ছাত্রদে[illegible] উদ্দীপনার [illegible]র করেছিল। ছাত্রীদের জন্য ব্যাডমিণ্টন্ প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা করা হয়ে[illegible]।

৭

কলেজের প্রধান ছাত্রাবাস ইডেন হিন্দু হষ্টেলের ভিড় আজকাল অনেকটা কমে গেছে। এখন সেখানে আছে ১৮৪ জন ছেলে; এর মধ্যে দশ জন সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজের ছাত্র। এম্-এ, এম-এস্-সির ছাত্রেরা থাকে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট মেসে; সেখানকার আবাসিক সংখ্যা সাতাশ। হিন্দু হষ্টেলের ছাত্রগণ সমারোহ সহকারে সরস্বতী পূজা ও প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের মিলনোৎসবের ব্যবস্থা করেছিল। হষ্টেলের নূতন তত্ত্বাবধায়ক হয়েছেন অধ্যাপক জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী। সুদীর্ঘ কর্ম্মকালের অবসানে শ্রীপ্রসাদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ষ্টুয়ার্ড পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন; তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীভবেন্দ্রনাথ বসু ৮

৮

কলেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এখানকার লাইব্রেরী। এর পরিচালনা খুব সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহিত হয়েছে; কার্ড-ইন্ডেক্স্ তৈরী হওয়ায় বই পাওয়া খুব সহজ হয়েছে এবং অন্যান্য অনেক সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে বই আছে ৭০,৩৮১; গত বৎসর ৩৫,৭৩২ খানি বই পাঠকেরা বাড়ী নিয়ে পড়েছেন। কিন্তু তা'হলেও লাইব্রেরীর অবস্থা খুব আশাপ্রদ নয়। অনেক পুরাণ অথচ মূল্যবান্

বই জীর্ণ হয়েছে, বাঁধাবার ব্যবস্থা খুব সন্তোষজনক নয় বলে এইসব বই জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হচ্ছে। এই বিরাট বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ মাত্র দশ হাজার টাকা। গত বৎসর সাময়িক পত্র রাখা হয়েছে [redacted] খানা এবং বই কেনা হয়েছে মাত্র ৪১৮ খানি। ৯১ খানা বই উপহার [redacted] পাওয়া গেছে। তাই সর্ব্বসমেত নতুন বই এসেছে ৫০৯ খানা। এই [redacted] য়ের প্রয়োজনানুসারে এই অল্পসংখ্যক গ্রন্থসংগ্রহ যে কত অপ্রচুর তা বলা নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক জগতে পুস্তক রচনার কাজ অবিশ্রান্ত ভাবে চলেছে, কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য আমরা তার সঙ্গে যোগ রাখ্‌তে পার্চ্ছি না এবং এদিক দিয়ে আমরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছি। ভরসা করি ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করা হবে।

৯

এ' বছরকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রসংসদ্ প্রতিষ্ঠা। এই বিদ্যায়তনের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই স্বীকার করেন যে এই সম্পর্ক তাঁদের বাল্যের স্বপ্ন ও পরিণত বয়সের মধুরতম স্মৃতি। এই অপস্রিয়মাণ অথচ অবিস্মরণীয় সম্পর্ককে স্থায়িত্ব দান করার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে এবং প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করেছে। এ' পর্য্যন্ত পাঁচশতাধিক ছাত্র সভ্য হয়েছেন ; মাঝে মাঝে প্রীতিসম্মিলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ; কলেজের সংবাদ সহ একটি বিবরণী প্রকাশিত হচ্ছে এবং পুরাতন ছাত্রদের একটি তালিকা প্রণয়ন করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা আশা করি যে কালক্রমে এই প্রতিষ্ঠান শক্তি সঞ্চয় করবে, এই মহাবিদ্যালয়ের ক্রমবর্দ্ধমান সন্ততিবর্গ এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে শিক্ষার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হবেন এবং অগণিত সন্তানের উৎসাহে এই মহাবিদ্যালয় তার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করবে। এই বিদ্যাভূমি আমাদের মাতৃসমা ; আমাদের শক্তিই ইহার শক্তি, আমাদের কৃতিত্বই ইহার ঐতিহ্য, ইহার গৌরবই আমাদের গৌরব। আজ ইহার জন্মতিথিতে আমরা এই অমলা, সুস্মিতা, ভূষিতা মাতাকে বন্দনা করি।

বন্দে মাতরম্।

APPENDIX

STATEMENT OF PUBLICATIONS AND OF RESEARCH WORK BY MEMBERS [illegible] OF PRESIDENCY COLLEGE OR STUDENTS UNDER THEIR GUIDANCE D[illegible]51.

ENGLISH

PROF. S. C. SENGUPTA (in collaboration with Prof. K. P. Bhattacharyya):

Dhvanyāloka and Lochana (translation into Bengali with a critical introduction).

[illegible]LI

PROF. M. M. GHOSH:

1. Natyasāstra (Chapters 1—[illegible]) (translation i[illegible] English with a critical introduction).
2. Hindu Theatre and Drama [illegible]n Asia Major ([illegible]*usthan Standard*: Puja number).

PROF. J. CHAKRAVARTI:

বর্ষাকাব্যে কালিদাস (বেতার জগৎ)

PHILOSOPHY

PROF. A. K. MAJUMDAR:

Is Existtentialism Philosophy? (*Proceedings of the 26th Session of the Indian Philosophical Congress, 1951*).

HISTORY

PROF. B. C. MUKHERJI:

A Glimpse into Education in Bengal in Early Nineteenth Century—(*P. C. Magazine*).

PROF. S. B. CHAUDHURI:

1. Bury and Toynbee (*Itihāsa*).
2. Lamkā (*Ind. Hist. Quarterly*).
3. Cedi (*ibid*).
4. Andhra (Journal of *Andhra Hist. Society*).

PROF. C. C. DASGUPTA:

1. Some notes on the iconography of Lakshmī. (*Proceedings of the* [illegible]*ll India Oriental Conference*).
2. [illegible] on an expression in Rock Edict XIII of Aśoka. (*Proceedings* [illegible] *14th Indian History Congress*).
3. [illegible]e use of labels in Indian Museums of Art and Archaeology. [illegible]*rnal of Indian Museums, Vol. VIII*).
4. [illegible] week of Historical Conferences at Nagpur. (*Modern Review, 1951*).

MATHEMATICS

PROF. B. B. SEN:

1. Note on nuclei of thermo e[illegible]strain in a semi-infinite elastic solid (*Quarterly Journal of App*[illegible]*hematics; Vol. 9, 1950*).
2. Stresses due to nuclei of the[illegible] strain in a thin circular plate (*Bulletin of the* [illegible] *Math. Soc.,* [illegible]

PROF. S. K. BASU:

1. A note o[illegible] oscillation of [illegible] Cesàro and Hölder means of a sequence a[illegible] a function (*Bulletin of the Cal. Math. Soc.* In the Press).
2. On comparison of the total strength of some Hausdorff matrices (*Abstract, Indian Science Congress, 1952*).

PROF. D. N. MITRA:

1. Torsion and Flexure of an elastic cylinder whose cross section is a sector of any curve (*Bull. Cal. Math. Soc. Vol. 43, 1951*).
2. Flexure problem of a cylinder whose cross section is bounded by two closed curves (*Abstract, Indian Science Congress, 1952*).

PHYSICS

DR. K. C. KAR:

1. Wave-statistical theory of alpha-disintegration (*Ind. Jour. Phys.*).
2. Investigation on the bowed string with an electrically-driven bow (*Ind. Jour. Phys.*).

DR. P. K. SEN CHAUDHURY:

1. On the existence of Rossi 2nd and 3rd Maxima of Cosmic-rays (*Phys. Rev.*).
2. On the existence of Rossi 2nd and 3rd Maxima of Cosmic-rays (*Ind. Jour. Phys.* in the press).

DR. B. C. GUHA:

On the magnetic properties of some para-magnetic crystals at low temperatures (*Proc. Roy. Soc*).

SRI B. N. GHOSH:

On Fundamental Lengths (*Science & Culture*).

CHEMISTRY

PROF. N. K. SEN (with Jiban Kumar Chakravarti):

1. Jute seeds—Corchorus Olitorius. The composition of Oil Olitorius, Part I (*Journal of Indian Chemical Society, Vol. 28, No. 7, 1951*).
2. A New Sterol from jute seeds (*Science & Culture, Vol. 17, p. 135, September, 1951*).
3. Studies on Mycelia Development in different Culture media for the production of "Polyporin" an antibiotic substance, Part II. (Sent for publication to the *Indian Journal of Physiology and Allied Sciences* on 21-9-51). Published in the above Journal in Vol. VI and Number I, 1952, pages—17-23).

PROF. R. CHATTERJEE:

1. On the occurrence of Alkaloids in plants of the family Berberidaceae (*Indian Pharmacist*, February, 1951).
2. Studies on Mahonia Genus—III (*J. of Amer. Pharm. Assn.* January, 1951).
3. Do. (IV & V (*J. of Amer. Pharm. Assn.*, May, 1951).
4. Plant Alkaloids Part I Burberis Floribunda (*J. of Ind. Chem. Soc.*, April, 1951).
5. Trends in Alkaloid Chemistry (*Science & Culture*, December, 1951).
6. A monograph in Bengali " রসায়ন " published in বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ series by বিশ্বভারতী

Forthcoming Publications:

1. Plant alkaloids Part II. Coptis teeta, *J. of Ind. Chem. Soc.*
2. Plant alkaloids Part III. Thalictrum Folio-losum (*J. of Ind. Chem. Soc.*).
3. Indian Podophyllum, *Economic Botany—America.*

SRI S. K. SINHA:

1. Measurement of Ion activity by means of Resin Membrane Ebetrodes (*Indian Science Congress, 1952*).

SRI S. C. CHAKRAVARTI:

1. A revision of the structure of Podophyllotoxin and Picropodophyllin, (with Dr. R. Chatterjee), *Science & Culture,* Sept., 1951.

...oming publication with Dr. R. Chatterjee:

1. ...ie ...phyllin I Sikkimotoxin, a new lactone from Podophyllum ...mensiz, R. Chatterjee and S. K. Mukherjee (*J. of Amer. Pharm. ...ssn.*).

BOTANY

PRINCIPAL J. C. SENGUPTA (with Sri S. K. Pain):

Effect of time of Sowing and Presowing cold treatment on the growth and development of to... ...ant. Bull. Bot. Soc. 1949, issued in 1951.

PROF. H. L. CHAKRAV...:

1. Revision of In... *...assifloraceae*: ...ull. Bot. Soc. Beng. 1949, *3,* 45-71, issued Jan. 1951.
2. Glandula... ...bract in *Coccin... cordifolia* (Linn.) Cogn. Science & Culture, ...51, *17,* 225-226.
3. *Indian Ophioglossum* (Taxonomy and Distribution: in ed. (proof ready) 1952. Bull. Bot. Soc. Bengal.
4. Morphology of the male flower in *Coccinia cordifolia* (Linn.) Cogn. in ed. (proof ready) 1952. Bull. Bot. Soc., Bengal.

Communicated for publication:

1. Morphology of the male flower in *Benineasa* in collaboration with Sri S. S. Bhattacharjee: New Phytologist.
2. Morphology of the male flowers of *Cucurbitaceae*—Journal of Phytomorphology.

PROF. J. K. CHAUDHURY is studying certain physiological problems of jute plants.

'Manurial experiments on jute' part III communicated for publication in the Bull Bot. Soc., Bengal.

PROF. H. C. GANGULEE is engaged on certain genetical problems of a number of varieties of Rice Plants.

PROF. N. K. SEN is investigating certain problems relating to mutation in crop plants.

Paper published: Chemical mutagenesis, Science & Culture 1951.

Isochromosomers in tomato—communicated for publication in Science Congress, 1951.

Sri S. S. Bhattacharjee :

Communicated for publication—

1. Development of female gametophyte in *Triumfeta rhom*[illegible]acq. & Science and Culture in collaboration with Sri J. N. [illegible]
2. Morphology of male flower in *Benincase* in collab[illegible] w[illegible] Dr. H. L. Chakravarty, New Phytologist.

Sri S. K. Bhattacharjee is working on the Cytogenetics of Indian P[illegible]

Sri J. N. Mitra is carrying on researches in taxonomy. Communicated for publication: Development of female genetophyte in *Triumfeta rhomboidea* Jacq. in collaboration with S. S. Bhattacharjee, Science & Culture.

PHYSIOLOGY

Prof. Sachchidananda Banerjee a[illegible] Chandi Charan Deb: Effect of Scurvy on Cholesterol an[illegible]ic Acid in Guineapig Adrenals. (*Journal of Biological Chemi*[illegible] *Vol. 190, N*[illegible]*-180*).

Sri Haripada Chattopadhyay and [illegible]rof. Sachchida[illegible]nda Banerjee: Effect of Germination on the Carotene [illegible]tent of Pulses a[illegible] [illegible]ereals. (*Science, Vol. 113, N. 2943, 600-601*).

Sri Haripada Chattopadhyay and Sachchidananda Banerjee: Studies on the Choline content of some common Indian Pulses and Cereals both before and during the course of Germination. (*Food Research, Vol. 16, No. 2, 230-232*).

Prof. Sachchidananda Banerjee: Role of Fat on Utilisation of Lactose in Milk by Rats and Rabbits. (*Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, Vol. 77, 585-587*).

Prof. Sachchidananda Banerjee, Sri Naresh Chandra Ghosh and Sri Nirmalendu Nandi: Studies on the biosynthesis of Nicotinic Acid. Part III. Effect of germination on the Nicotinic Acid, Nicotinuric Acid, N'-methylnicotinamide and Trigonelline values of Pulses and Cereals. (*Indian Journal of Medical Research, Vol. 39, No. 4*).

Sri Naresh Chandra Ghosh, Sri Nirmalendu Nandi and Prof. Sachchidananda Banerjee: Studies on the biosynthesis of Nicotinic Acid Part IV. Studies on the distribution of the bound form of Nicotinic Acid in fish, tortoise, beef and goat's muscle. (*Indian Journal of Medical Research, Vol. 39, No. 4*).

Sri Naresh Chandra Ghosh, Sri Chandi Charan Deb and Prof. Sachchidananda Banerjee: Colorimetric determination of epinephrine in blood and Adrenal gland. (*Journal of Biological Chemistry, Vol. 192, No. 2, 867*).

PROF. SUNIL CHANDRA SEN, SRI PARITOSH SEN GUPTA and SRI UTPALA SARKAR: A study of the Influence of Pancreas (Insulin) on Parathyroid in regulat-[illegible] Blood Calcium Level. (*Indian Journal of Medical Research, Vol. 39,* [illegible]

[illegible]OF. [illegible] CHANDRA SEN and SRI PARITOSH SEN GUPTA: Studies on the [illegible]ation of Blood after Alloxan administration. (*Indian Journal of [illegible]ology and allied Sciences, Vol. V, No. 1, 21-31*).

GEOLOGY

PROF. S. RAY:

1. A Biotite—lamprophyre (Mica-peridotite) from the Copper Belt of Dhalbhum (with A. B. R[illegible]

(*Works done under S. R[illegible]ed*)

1. A preliminary study of the [illegible] size variation in a dolerite dyke, Jharia Coal f[illegible] C. Ray.
2. Para-lavas fro[illegible]hirimiri area—[illegible]. Biswas.
3. Petrogra[illegible] of Rajmahal la[illegible] from Begum Pahar—R. N. Dutta.

(*Works [illegible] under S. Ray—not published*).

1. Progressive Metamorphic zones in the Blason Valley, Darjeeling District—A. De.
2. Petrologic study of the Lamprophyre and related intrusives of the Ranigunj Coal field—S. Banerjee.
3. Geology of the Rajmahal Hills around Gopikander—B. Mitra.

PROF. A. SAHA:

1. On some Sapphirine-bearing rocks from the Khasi Hills with A. M. N. Ghosh (Geological Survey of India).
2. Studies on basic dykes at Kakarapara.

SRI G. MODAK:

Some New Fossils from the Baripada beds, Mayurbhanj.

SRI C. RAY (Research worker):

Anorthosite in the Chilka area.

SRI B. BISWAS (Research worker):

Nondiastropic sedimentary structures from the Lower Gondwanas of Chirimiri area, C.P.

Printed by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta and Published by J. C. Sengupta, Principal, Presidency College, Calcutta.